History(H) Sem-2 ~~1st~~ paper - CC-4 Topic- Unit I Module - II - Gouda under Sasanka

Lokeswar Manna

ⓐ শশাঙ্কের কৃতিত্ব :—

ⓠ Write a critical note on the Gauda King Sasanka and Examine the Role played by Bengal in contemporary Indian politics (15 No)

উত্তর: প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাংলাদেশের তথা গৌড়ের প্রথম সার্বভৌম নরপতি হলেন শশাঙ্ক (600-35/36 AD)। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল- তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাজা যার প্রাধান্য বাংলার ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী বৃহত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। শশাঙ্কের ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সূত্র গুলি হল:—

ⓐ শশাঙ্কের দুটি তারিখ সম্বলিত মেদিনীপুর তাম্র শাসন রাজ্যবর্ষ ৮ এবং রাজ্যবর্ষ ১৭।

ⓑ শশাঙ্কের তারিখ বিহীন ~~এগরা~~ এগরা তাম্রশাসন।

ⓒ গঞ্জাম থেকে প্রাপ্ত 619 A.D তে উৎকীর্ন উড়িষ্যার শৈলদ্ভব বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মাধব বর্মনের লিপি।

ⓓ শশাঙ্কের স্বর্ন মুদ্রা সমূহ।

ⓔ বানভট্টের হর্ষচরিত।

ⓕ আদি মধ্য যুগীয় বৌদ্ধগ্রন্থ আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প।

উপযুক্ত তথ্যের অভাবে শশাঙ্কের প্রথম জীবন অস্পষ্ট। বিহারের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোটাসগর গিরি দুর্গ থেকে প্রাপ্ত একটি শীলে শ্রী মহাসামন্ত শশাঙ্ক দেব লেখা আছে। যদি এই শশাঙ্ক গৌড়ের রাজার সঙ্গে অভিন্ন হন তাহলে বলা চলে শশাঙ্ক তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন কোন নৃপতির অধীনস্থ সামন্ত হিসাবে। কিন্তু এই নৃপতি কে? এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। R.C Majumder মনে করেন- তিনি হলেন পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় রাজা মহাসেন গুপ্ত। আদিত্য সেনের তারিখ বিহীন লিপি অনুযায়ী তিনি ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত নিজ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন এবং কামরূপের রাজা সুস্থিত বর্মনকে পরাজিত করেন। এই প্রমান থেকে বলা যায় সমস্ত ৬ষ্ঠ শতক জুড়ে পরবর্তী গুপ্তগন ও বাংলা দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যদি এই রাজনৈতিক পুনর্গঠন সত্য হয় তাহলে বলা যায় ৭ম শতকের একেবারে প্রথম থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত শশাঙ্ক এর অব্যবহিত পরবর্তী সার্বভৌম নৃপতি হতে পারেন এক মাত্র পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় রাজা মহাসেন গুপ্ত।

মজুমদারের বিরোধীতা করে D.C Ganguly বলেছেন যে, দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তের দেওগর নামক লিপি থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, শশাঙ্ক কনৌজের মৌখরি রাজা অবন্তী বর্মনের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন। এমন কি স্বল্প সময়ের জন্য সাম্রাজ্যের অধিপতী হিসাবে মৌখরিদের গ্রহন করতে হবে। পরবর্তী গুপ্তদের নয়। এর বিরুদ্ধে মজুমদার বলেন- যে যেহেতু D.C Ganguly এর মূল ধারনা মতার্থ মৌখরিদের অধীনস্থ কোন নির্দিষ্ট প্রমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় একং সেহেতু মহাসেন ছিল কোন নির্দিষ্ট প্রমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং গুপ্তের পক্ষে মগধ দখল করে রাখা বেশী সম্ভব ছিল কারন তা না হলে তিনি কামরূপ পর্যন্ত অভিযান করতে পারতেন না, সে কারনে মৌখরিদের পরিবর্তে মগধেরই অধীশ্বর পরবর্তী গুপ্তদের উপর বর্তায়।

শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তৃতির ইতিহাস ও স্পষ্ট নয়। উত্তর ও পশ্চিম বাংলা তার অধীনস্থ ছিল। কিন্তু কিভাবে তিনি পূর্ব ও দক্ষিন দিকে রাজ্য বিস্তার করেন তা জানা যায় না। যদিও উড়িষ্যা পর্যন্ত প্রমান পাওয়া যায় যা কখনোই সম্ভব হত না যদিও উড়িষ্যা বাংলা দেশ দখল না করলে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে হিউয়েন সাঙ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে-

Scanned with CamScanner

যে শীল ভদ্রের নাম করেছেন তিনি ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মন রাজবংশের সন্তান। এ থেকে ৭ম শতাব্দী সমতটের আংশিক অস্তিত্ব প্রমানিত হয়। কিন্তু পাশাপাশি মান রাখা দরকার শশাঙ্কের দুটি মেদিনীপুর তাম্রশাসন স্পষ্ট প্রমান করে যে, দন্ডভুক্তি (দাঁতন), উৎকল (উড়িষ্যা) তাঁর রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এছাড়াও কোঙ্গদ অঞ্চলে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য শশাঙ্ক 602/3 A.D পরবর্তী কালে মান রাজবংশের সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ন হন, এবং 619 A.D পূর্বেই চূড়ান্ত সফল হোন। যদিও এ বিষয়ে কোন বিস্তৃত বিবরন জানা যায় না।

শশাঙ্কের অভিযান সম্পর্কে বলা যায়, তিনি নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম বাংলার সাথে যুক্ত করেছিলেন, তা না হলে আসামে প্রবেশ সম্ভব ছিল না, বানভট্টের 'হর্ষচরিত' থেকে জানা যায় যে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন থানেশ্বর + কনৌজ এর পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধন যার সম্পর্কে হিউয়েন সাং এর রচনা ও তার নিজের মধুবন ও বাঁশখেরা লেখ থেকে জানা যায়।

শশাঙ্কের বিদেশনীতির মূলচরিত্র কখনই আক্রমনাত্মক ছিল না বরং তিনি ছিলেন প্রতিরক্ষা মূলক কারন তিনি কনৌজের মৌখরী বংশের আক্রমন থেকে গৌড় কে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এই দুই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে ইতিপূর্বে পরবর্তী গুপ্ত এবং মৌখরিদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম হয়েছে, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মৌখরিরা একাধিক কারনে গুপ্তের চেয়ে বেশী সুবিধা পেয়েছিল।

প্রথমত: তারা থানেশ্বরের পরাক্রান্ত পুষ্যভূতিবংশীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। যেহেতু প্রভাকর বর্ধনের একমাত্র কন্যা রাজশ্রীর সাথে মৌখরি রাজ গ্রহবর্মনের বিবাহ হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মৌখরি রা এছাড়াও সাথে পরবর্তী গুপ্তদের ভীতি থেকে মুক্ত হয়েছিল। কারন মহাসেনগুপ্ত ছিলেন প্রভাকর বর্ধনের মাতুল। তিনি তার দুই পুত্র কুমার গুপ্ত ও মাধব গুপ্তকে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গী হিসাবে বসবাস করার জন্য থানেশ্বরের রাজ দরবারে প্রেরন করেছিলেন। ফলে বলা যায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে ও এই উত্তর ভারত অত্যন্ত বিপদ জনক ছিল। কিন্তু তার প্রধান কৃতিত্ব হল যে, তিনি ভগ্ন মনোরম না হয়ে বিচক্ষন কূটনীতির সাহায্যে মালবের পরবর্তী গুপ্ত রাজা দেব গুপ্তের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই দেব গুপ্ত মহাসেন গুপ্তের পর মালবের সিংহাসন দখল করেছিলেন। সম্ভবত এই সময় দেব গুপ্ত শশাঙ্কের সাহায্য প্রার্থনা করেন যাতে তিনি বারানসীতে আধিপত্য বিস্তার করে কনৌজকে দূর্বল করতে পারেন। সেই মুহূর্তে প্রভাকর বর্ধনের আকস্মিক মৃত্যু এবং তজ্জনিত সাময়িক বিভ্রান্তি দেব গুপ্ত শশাঙ্ক জোট কে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

→ →

Scanned with CamScanner

বানভট্টের হর্ষ চরিতে বলা হয়েছে যে, শশাঙ্ক নিজ শিবিরে রাজ্যবর্ধনকে আমন্ত্রণ করে ও তাকে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক হত্যা করেন। কিন্তু Majumber বানভট্টের বিবরণ কে সত্য বলেন নি, কারণ হর্ষবর্ধনের নিজস্ব লিপি মধুবন ও বাঁশখেরাতেও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর জন্য সরাসরি শশাঙ্ককে দায়ী করা হয় নি। সুতরাং তার মতে হর্ষবর্ধনের শত্রুদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে বানভট্ট শশাঙ্ক সম্পর্কে অন্যায় কুৎসা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি বলেন যে বোধ হয় কোন সন্ধি স্থাপনের নিমিত্ত আলোচনার জন্যই শশাঙ্কের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাজ্যবর্ধন স্বেচ্ছায় উক্ত শিবিরে গিয়েছিলেন এবং কোন ঘটনা চক্রে তার মৃত্যু হয় যার জন্য শশাঙ্ককে স্পষ্ট ভাবে দায়ী করা যায়।

সুতরাং রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষের প্রকৃত ঘটনাবলী ও রূপরেখা যাই হোক না কেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে নিজস্ব ভাগ্যোন্নতি পরিপ্রেক্ষিতে 606 খ্রীঃ রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু শশাঙ্কের সম্মুখে সমস্ত উত্তর ভারতের রাজনীতিতে একাধিপত্য বিস্তার করা এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল।

হর্ষচরিতে উল্লেখ রয়েছে- শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম সংকটে মুহূর্ত ছিল কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন কর্তৃক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা। এছাড়া ও আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে বলা হয়েছে— সমস্ত উত্তর ভারতের সমরাভিযান এবং কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মনের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের পাশা-পাশি পুন্ড্র দেশে হর্ষের অভিযানের কথা উল্লেখিত। R.C Majumber বলেন এই সাক্ষ্যের ভাষা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

এ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, হর্ষ যদি কোন সামরিক সাফল্য অর্জন করে থাকেন তা হলে তাৎপর্য হীন বা অত্যন্ত ক্ষনস্থায়ী। হিউয়েন-সাঙের মতে 637/38 A.D তে তার মগধ পরিক্রমার অল্প কিছু দিন পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই বলা যায় 635 A.D পর্যন্ত সময় শশাঙ্কের পশ্চিম দিক থেকে কনৌজের আক্রমন সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত হয়েছিল। ফলে 641 A.D পূর্বে হর্ষ মগধ জয় করতে পারেন নি। এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সুযোগ সদ্ব্যবহার করেই 643 A.D তে গঞ্জাম পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। সে কারনে ঐতিহাসিকগন সঙ্গত ভাবেই হর্ষের সঙ্গে শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দিহান যেখানে আর্য মঞ্জুশ্রী মূল কল্প ব্যতীত অন্য কোন ঐতিহাসিক সূত্রেই এই যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হয় নি।

পরিশেষে বলা যায় যে- শশাঙ্কের কূটকৌশল ও বীরত্বের ফলেই থানেশ্বরের মতো পরাক্রান্ত শক্তির রাজ্য বর্ধনের অকাল বিয়োগ সংঘটিত হয়ে পড়েছিল। যা সমসাময়িক রাজনীতির বিচারে ছিল অত্যন্ত গৌরবজনক। সুতরাং তিনি শুধু থানেশ্বর- কনৌজের যৌথ সামরিক জোটের বিরুদ্ধেই বাংলা দেশকে রক্ষা করেন নি। এবং নিজ মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব ভারতে তার প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। কাজেই শশাঙ্ক সম্বন্ধে এই মূল্যায়ন গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয় যে, গৌড়ের রাজা হিসাবে শশাঙ্ক এমন একটি সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন যা পরবর্তী কালে পালদের সুযোগ্য নেতৃত্ব আরো বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর আকার ধারন করেছিল। এ জন্যই বাংলা দেশে সামরিক শক্তি যদি দেব পাল ও ধর্মপালের হস্তে বিকশিত হতে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের পূর্বসূরী হিসাবে শশাঙ্ক তার সেই কৃতিত্বের অংশীদার হতে পারেন।

The end

Scanned with CamScanner